

জীবন তৃষ্ণা



যুথিকা বড়ুয়া

কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে চারদিক। স্পষ্ট দেখাই যাচ্ছে না কিচ্ছু! রাস্তার বিজলীবাতিগুলিও নিভু নিভু প্রায়! ক্ষীণ মৃদু আলোয় মিটিমিটি করে জ্বলছে! যেন এক রহস্যাবৃত অতন্দ্র মায়াবী রাত! নিদ্রাদেবীর বাহুমণ্ডলে বেহোস আমি, মনে হচ্ছিল, পালঙ্কে শুয়ে যেন স্বর্গেই ভাসছি! হঠাৎ খটখট করে দরজার কড়া নড়ে উঠতেই তন্দ্রাজড়ানো চোখে ধড়ফড় করে উঠি! পলকমাত্র দৃষ্টিপাতে চমকে উঠলাম ঘড়ি দেখে। –এ কি, মাত্র পৌনে চারটে বাজে যে! ধুকধুক করে কেঁপে উঠল বুক! কে এলো এই অসময়ে! কারো বিপদ ঘটলো না তো!

নেমে আসি বিছানা ছেড়ে। শিথিল ভঞ্জিতে দরজার কাছে গিয়ে বললাম, –‘কে ওখানে?’
দরজার ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এলো মহিলা কণ্ঠস্বর। উল্লাসে যেন ফেটে পড়ছে –‘এ্যাই, আমি রে আমি, শ্রাবণী! শীগগীর দরজা খোল! দ্যাখ্ কাকে নিয়ে এসেছি সঞ্জো!’

একেই কাঁচা ঘুম থেকে উঠেছি! নাক কান সব বন্ধ হয়ে আছে! স্বরই বের হচ্ছে না গলা দিয়ে! পড়ে গেলাম বিস্ময়ের ঘোরে। শ্রাবণী, নামটা তো খুবই চেনা চেনা লাগছে! অথচ কিছুতেই মনে করতে পারছি না। ফ্যাস্ ফ্যাস্ শব্দে বললাম, –‘তা এই অসময়ে! কে এসেছে সঞ্জো?’

ক্ষীণ বিব্রোত কণ্ঠে শ্রাবণী বলল, –‘আরে দরজাটা আগে খোল তো! ভীষণ ঠান্ডা লাগছে বাইরে!’

ইতস্তত হয়ে বললাম, –‘না খুলবো না! আগে বল, সঞ্জো কাকে নিয়ে এসেছিস!’

অসন্তোষ গলায় শ্রাবণী বলল, –‘ন্যাকামি করিস না তো! তুই জানিস না কে! দ্বীপকেই নিয়ে এসেছি সঞ্জো! আমার সন্দীপ! ও’ আমার, আমারই থাকবে! কাউকে ছিনিয়ে নিতে দেবো না! কেউই পারবে না আমার হৃদয় থেকে ও’কে ছিনিয়ে নিতে! কোনদিনও না!’

হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে, সেই শ্রাবণী! চোখেমুখে কথা বলতো! যেমন ছিল একরোখা জেদী, তেমনি বঞ্জাত! কোনো জিনিস ওর ছুঁতেই পারতো না কেউ! শেয়ারও করতো না কারো সঞ্জো! একাই ভোগ করতো সব! কিন্তু এ কেমন করে সম্ভব! সন্দীপ তো কাকে বিয়ে করে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল শুনে ছিলাম! ও’কে পেল কোথায় ও’! আশ্চর্য্য, সাংঘাতিক মেয়ে তো!

ক্ষণিকের নীরবতায় অস্থির হয়ে ওঠে শ্রাবণী! সবুর সয় না ওর! জোড়ে ধাক্কা দিতে লাগল দরজায়! মনে হচ্ছিল, খুবই উত্তেজিত ও’! বিরক্ত হয়ে বলল, –‘ওঃহো, বলছি না দরজাটা খুলতে! করছিস কি তুই এতক্ষণ!’ বলে পরক্ষণেই খিল খিল করে হেসে ওঠে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম বিশ্বয়ে। রুদ্ধ হয়ে গেল আমার কণ্ঠস্বর! ফূর্তিতে মন-প্রাণ যেন ওর টগবগ করছে! খুশীর প্লাবনে হৃদয়ের দুকূল যেন ভেসে যাচ্ছে ওর! বলে কি শ্রাবণী! আর ওইবা আজ এত কাল পর এলো কোথেকে!

চকিতে একটুকরো বেদনাময় স্মৃতির তীব্র জাগরণে মনটা আমার উদাস হয়ে গেল! তন্ময় হয়ে ডুবে গেলাম কল্পনার অঁথে সাগরে! মুহূর্তেই চোখের পর্দায় ভেসে উঠল, পাথরের মূর্তির মতো বোধশক্তি হীণ অঁচেতন্য শ্রাবণীর মুর্ছে যাওয়া সেই বিরহকাতর মুখখানা।

শ্রাবণী ছিল অসাধারণ সুন্দরী, লাবণ্যময়ী, সুনয়না দুষ্কুমিষ্টি কন্যা! লম্বা ঘনকালো রেশমী চুল! তীক্ষ্ণ নাসিকা। দুইভ্রুর মাঝখানে ঝুলে থাকতো একগোছা কোঁকড়া চুল! মায়ারী চোখের চাহনি! ঠোঁটের বামপাশে বড় একটা তীল! দুধসাদা গায়ের রং! কি মসৃণ, স্নিগ্ধ কোমল! যাকে পলকমাত্র দৃষ্টিপাতে নজর ফেরায় কার সাধ্য! বিধাতা যেন তাঁর অকৃপণ নিপুণতা ঢেলে ওকে গড়ে ছিলেন! বাচ্চা বুড়ো জোয়ান প্রতিটি মানুষকেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো আকর্ষিত করতো! যেমন প্রজাপতির মতো প্রাণবন্ত চঞ্চল তেমনি তরতাজা হাসির একটা রেখা সবসময় লেগে থাকতো ওর ঠোঁটের কোণে! এমনিতেই হাসির একটা ছোঁয়াচে রোগ ছিল, কাউকে হাসতে দেখলে কি রগড়টাই না করতো! হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেতো! নিজেও হেসে গড়াগড়ি খেতো আর পাঁচজনকেও হাসাতো! চিন্তা হতো মা-বাবার, কারো নজর না লেগে যায়!

অথচ কৈশোরের দৌড়-ঝাঁপ পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেই সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল শ্রাবণী! সুশীলা সুলক্ষণা কন্যার মতো একেবারে ধীর-স্থীর-গম্ভীর! চাল-চলন, কথাবার্তায়ও ভদ্র-নম্র! কিন্তু কখন যে ওর মনপাখীটা পাড়ার নবাগত স্মার্ট সুঠাম হ্যান্ডসাম সন্দীপের হৃদয়দ্বারে উড়ে গিয়ে বসলো, শ্রাবণী নিজেও টের পেলনা! কল্পনায় দিবানিশি ডুব দিতে লাগল চাওয়া-পাওয়ার অঁথে সাগরে! কতনা স্বপ্ন এঁকে রাখলো দু'চোখের কোণে! অথচ একবারও ভেবে দেখল না, সন্দীপের হৃদয়দ্বারে কখনো ও' পৌঁছাতে পারবে কি না! কখনো ওর নাগাল পাবে কিনা! ওর মনের একান্ত ইচ্ছাটা কখনো জানাতে পারবে কিনা! অথচ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, একদিন না একদিন সন্দীপ ওর প্রতি আকৃষ্ট হবেই! প্রেমের পত্তন ঘটবেই! শ্রাবণীকে প্রাণের ডোরে বেঁধে নেবেই! কিন্তু ভাগ্যের লিখন খন্ডাবে কে! স্বপ্ন, স্বপ্নই রয়ে গেল শ্রাবণীর!

একদিন পড়ন্ত বিকেলের স্নিগ্ধ হাওয়ায় ছাদে দাঁড়িয়ে আপনমনে গুনগুন করে গান গাইছিল শ্রাবণী! হঠাৎ সন্দীপকে একা দেখতে পেয়ে মনটা ওর অনাবিল খুশীতে ভরে উঠল! মনে মনে বলল, -আজ কিছুতেই আর ছাড়ছি না! এই সুবর্ণ সুযোগ! বাবু না কি মেয়েদের দিকে কখনো চোখ তুলে তাকান না! ওদের সান্নিধ্যেও না কি যান না! হুঁমঃ সাধু পুরুষ! দাঁড়াও, তোমায় কেমন করে বশ করতে হয়, দেখাচ্ছি!

এই ভেবে শ্রাবণী উর্ধ্বঃশ্বাসে দৌড়ে নেমে আসে নিচে! ততক্ষণে একটা ট্যাঙ্কি এসে দাঁড়ায়। দেখেই বুকটা ওর ছাঁৎ করে উঠল! হৃদস্পন্দনও আরো দ্রুতগতীতে চলতে লাগল। -'এ কি, এত বড় বড় স্যুটকেস নিয়ে সন্দীপ যাচ্ছে কোথায়! দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে না কি ও'!

ইচ্ছে হচ্ছিল সন্দীপকে বাধা দেবার। ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কৈফেয়ৎ চাইবার। ও' কোথায় যাচ্ছে! কেন আছে! কতদিনের জন্য যাচ্ছে! কিন্তু সে কৈফেয়ৎ শ্রাবণী চাইবে কোন্ সূত্রে? কোন্ অধিকারে? किसের জোরে? সম্পর্ক তো দূর, আলাপ-পরিচয়ই তো এখনো হয়নি ওর সঙ্গে! তা'হলে!

শ্রাবণী নির্বিকার। চাপা বেদনায় বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠলেও পাথরের মতো শক্ত হয়ে অশ্রু সজল চোখে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে! যেদিন গহীন অনুভূতি দিয়ে জীবনে প্রথম অনুভব করেছিল, সন্দীপকে সত্যিই সে মনে-প্রাণে ভালোবেসে ফেলেছে! সন্দীপই ওর জীবনের সব! ওর হৃদয় নামক বিশাল সাম্রাজ্যের ওই একমাত্র সাম্রাজ্ঞী!

ইচ্ছে হচ্ছিল, সন্দীপের আবেগাপ্ত প্রেমের মধুময় স্পর্শ পেতে! ওর নিঃসৃত ভালোবাসার অতল সমুদ্রে ডুবে যেতে! ওর পুরুষালী দেহের এক অভিনব উষ্ণ অনুভূতিতে বৃদ হয়ে থাকতে! ওর পেশী বহুল বাহুদ্বয়ের বন্ধনে একেবারে পিষ্ট হয়ে যেতে!

ভাবতে ভাবতে কোণ্ স্বপ্নপুরীতে যে হারিয়ে গিয়েছিল, খেয়ালই ছিল না শ্রাবণীর! ওর সম্মুখেই চলে গেল সন্দীপ! পারেনি ওর পথ অবরোধ করতে। ওকে বাঁধা দিতে। নিজেকে স্বেচ্ছায় ধরা দিতে! পারেনি ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভালোবাসা নামে চির পবিত্র শব্দটা মুখফুটে উচ্চারণ করতে! অনুভব করে, পায়ের নিচের মাটিটা যেন সড়ে গেল। আর সেদিন থেকেই মনকে ওর প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত করলো! অনুতাপ অনুশোচনায় কালো মেঘলা হৃদয়াকাশের বুক চিরে বারবার বেদনার ঝিলিক দিতে লাগল, কেন পারলো না, হৃদয়ের না বলা কথাগুলি আকার ইঞ্জিতে সন্দীপকে বোঝাতে! নির্লজ্জ হয়ে প্রেম নিবেদন করতে! কেন একটিবারও নির্জন নিড়িবিলিতে ওর সঙ্গে দেখা হলোনা!

সন্দীপ শুধু সুদর্শণই নয়, একজন আভিজাত্য এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মার্জিত পুরুষ। ভুলেও শ্রাবণীর মুখের দিকে কোনদিনও চোখ তুলে তাকায় নি! অথচ দৃঢ় মনের অধিকারী শ্রাবণী যখন যা চাইতো, তা-ই হাসিল করে নিতো! কোনদিন হার মানে নি! আজও মানবে না! সন্দীপকে ও' ঠিকই চিনেছে! ওই ওর একমাত্র উপযুক্ত পাত্র!

শ্রাবণী নিরাস হয়না! অপেক্ষা করে থাকে, ভালোবাসার যে ফুল ওর অজান্তে ফুটে গিয়েছিল, তারই মধুর সুরভীতে ওর স্বপ্নের প্রেমিক সন্দীপকে মোহিত করবে। ওকে একান্ত আপন করে প্রাণের ডোরে বেঁধে নেবে। বসাবে হৃদয়ের রাজসিংহাসনে! দেবতার আসনে!

কিন্তু বিধিই বাম! শ্রাবণীর স্বপ্নের রাজকুমার সন্দীপ কোনদিন আর ফিরে আসেনি! রসায়ন বিজ্ঞানে ডক্টরেট করতে গিয়ে পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি সব বিসর্জন দিয়ে, সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতি লঙ্ঘন করে, জীবনসঞ্জিনী রূপে বেছে নেয় ইংল্যান্ডের এক শ্বেতাঙ্গ পরীকে! এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে গড়ে তোলে ওর ভালোবাসার রাজপ্রসাদ। যার কোনো পিছু টানই ছিল না!

শুনে মাথায় বজ্রাঘাত পড়ে শ্রাবণীর! নিভে গেল ওর আশার প্রদীপ! শূন্য হয়ে গেল ভালোবাসার ফুল! মুহূর্তেই জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষিত সমস্ত কামনা-বাসনা, আবেগ-ইচ্ছানুভূতিগুলির গলা টিপে সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মতো জীবনটাকে নরক বানিয়ে অর্থহীন করে তোলে! যেখানে আনন্দ নেই! চাহিদা নেই! নেই কোনো স্পৃহা! জীবন যার কাছে অবাস্তব, নিমোহ! তার কিইবা মূল্য আছে জীবনের!

কিন্তু শ্রাবণীকে বোঝাবে কে! একরোখা মেয়ে! বিরল ওর সেন্টিমেন্টাল! অনমনীয় ওর জেদ! গ্রাহ্যই করলো না কাউকে! সারাক্ষণ মন্ত্রের মতো শুধু জপতে লাগল, ভালোবাসার অগ্নিকুণ্ডে আমি যে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি দ্বীপ! তুমি কেন ফিরে এলে না আর! কেনই বা রামধনুর মতো আমার হৃদয় কাশে দেখা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলে চিরদিনের মতো! জীবনে যে শুধু তোমাকেই চেয়েছিলাম দ্বীপ! তোমারই প্রিয়তমা হতে চেয়ে ছিলাম! যেকথা তুমি জানতেও পারলে না! কেন একটিবার জানাবার সুযোগ আমায় দিলে না দ্বীপ! আজ যে তুমি অন্যের! অন্যের প্রাণপ্রতিম! অন্যের পূজারী! অন্যের গৃহস্বামী! এ আমি কেমন করে সহ্য করবো বলো! ভালোবাসার যে ফুল না ফুটেই ঝড়ে যায়, দেবতার চরণেই যদি ঠাঁই না পায়, তবে সে ফুল ফুটেই বা আর লাভ কি! কে দেখবে তার লাভগ্যময় সৌন্দর্যের বাহার! কেইবা নেবে তার সুমধুর সুবাস! জীবনে এতবড় পরাজয়! পরাজয়ের এমন গ্লানি! শ্রাবণী পারেনি মেনে নিতে! পারেনি নির্বিকারে সহ্য করতে! সন্দীপকে না পাওয়ার ব্যর্থতায়, ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে পৃথিবীর সকল মায়া-মোহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্বাসিত জীবনকেই স্বেচ্ছায় বেছে নিয়ে নির্জন অন্ধকার ঘরের কোণে পড়ে ছিল, জীবনের অনিবার্য নিষ্ঠুর পরিণতির অপেক্ষায়!

আজ অপ্রত্যাশিত এত বছর পর হঠাৎ শ্রাবণীর উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠস্বর শুনে অবাক্ত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেও স্তম্ভিত হয়ে যাই বিশ্বয়ে! হঠাৎ অনুভূত হলো, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যেন ভূমিকম্প হচ্ছে! শ্রাবণী নাছোড়বান্দা! অনর্গল দরজায় আঘাত করতে করতে বলে, -‘উঃহো, কি রে তুই! বলছি না দরজাটা খুলতে! শীগ্গীর খোল, খোল বলছি!’

শ্রাবণীর একটানা বিচলিত কণ্ঠে আর কানে তালা লেগে যাওয়া বিকট শব্দ তরঞ্জো ঘুমটা আমার তখনই সত্যি সত্যিই ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে দেখি, বাইরে অব্যোরে ঝড়ছে বৃষ্টি! ঠান্ডায় হাত -পা কুঁকড়ে শুয়ে আছি বিছানায়। আকাশে গুরুম গুরুম করে অনবরত মেঘ ডাকছে! সেই সঞ্জো ঢং ঢং শব্দে ঘড়ির ঘন্টা বেজে উঠতেই অবগত হলাম, সকাল হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ! বেলা দশটা বাজে! কোথায় শ্রাবণী! কারো কোনো সাড়া শব্দ নেই তো! তবে কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম আমি!

০০০০০

১৬ই জুলাই, ২০০৭

যুথিকা বড়ুয়া: কানাডার টরন্টো প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী।